মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবস পালন শুরু

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নানা কর্ম সূচীর মধ্যে দিয়ে যথাযোগ্য মর্য৪◌াদায় ৪৮ তম মহান বিজয় দিবস পালন শুরু হয়েছে। ভোরে মেহেরপুর শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্কে ৩১ বার তপোধ্বনীর মধ্যে দিয়ে দিবসটির কার্যক্রম শুরু হয়। পরে সূর্য়োদয়ের সাথে সাথে সকল সরকারি বেসরকারি ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

পতাকা উত্তোলন শেষে মেহেরপুর সরকারি কলেজের মোড়ের স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি জেলা প্রশাসনের পক্ষে, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে, এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রধান, বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

পরে সকাল সাড়ে ৮টায় মেহেরপুর জেলা ষ্টেডিয়ামমাঠে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কুচকাওয়াজ ও শরীর চর্চা প্রদর্শনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি জাতীয় সঙ্গীতের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। কুচকাওয়াজ ও শরীর চর্চা প্রদর্শনীতে পুলিশ, আনছার, স্কাউট, বিএনিসিসি ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

আজ মহান বিজয় দিবস

আজ মহান বিজয় দিবস। এ দিনটি হচ্ছে বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৌর্যবীর্য এবং বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় দিবস। বীরের জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার দিন। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূখন্ডের নাম জানান দেওয়ার দিন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের এই দিনে বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের।

জাতি সশ্রদ্ধ বেদনায় স্মরণ করবে দেশের পরাধীনতার গ্লানি মোচনে প্রাণ উৎসর্গ করা বীর সন্তানদের। সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে জনতার ঢল নামবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা শহীদের উদ্দেশে নিবেদন করবেন পুষ্পাঞ্জলি। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের সব প্রান্তের মানুষ অংশ নেবে বিজয় দিবসে। বঙ্গবন্ধুর বজ্র নিনাদ ভাষণ আর মুক্তিযুদ্ধের সময়ের জাগরণী গানে আকাশ-বাতাস হবে মুখরিত।

যে অস্ত্র দিয়ে বর্বর পাকবাহিনী দীর্ঘ নয় মাস ত্রিশ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে, দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছে সেই অস্ত্র পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে এক রাশ হতাশা এবং অপমানের গ্লানি নিয়ে লড়াকু বাঙালির কাছে পরাজয় মেনে নেয় তারা। সেই থেকে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালিত হয়ে আসছে।

বিজয়ের ৪৮ বছর পেরিয়ে এবার ৪৯তম বিজয় দিবস। এবারের বিজয় দিবস এসেছে ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে। আগামী ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী এবং এর পরের বছর ২০২১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবে বাংলাদেশ। বিজয় দিবস সরকারি ছুটির দিন। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোর প্রধান সড়ক ও সড়ক দ্বীপ জাতীয় পতাকায় সজ্জিত করা হবে। রাতে গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনায় করা হবে আলোকসজ্জা। হাসপাতাল, কারাগার ও এতিমখানা গুলোতে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হবে। সংবাদপত্র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করবে। বেতার ও টিভি চ্যানেলগুলো সম্প্রচার করবে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এদিন বাঙালি জাতি পরাধীনতার শেকল ভেঙ্গে প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে। ২৪ বছরের নাগ পাশ ছিন্ন করে জাতির ভাগ্যাকাশে দেখা দেয় এক নতুন সূর্যোদয়। প্রভাত সূর্যের রক্তাভা ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। সমস্বরে একটি ধ্বনি যেন নতুন বার্তা ছড়িয়ে দেয় ‘জয়বাংলা’ বাংলার জয়, পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল।

অনিবার্য বিজয়। বাঙালি জাতি এদিন অর্জন করে তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত আর লাখ লাখ ধর্ষিতা মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বাধীনতা ধরা দেয় বাঙালির জীবনে।

-নিজস্ব প্রতিনিধি

শামীমের ৩৬৫ কোটি টাকা, খালেদের ৩৪, সম্রাটের ‘তেমন নেই’

সা¤প্রতিক শুদ্ধি অভিযানের মধ্যে দুর্নীতির মামলা তদন্ত করতে গিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার সম্পদ অবরুদ্ধ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এর মধ্যে নগদ টাকার পরিমাণই বেশি। আদালতের নির্দেশে ১৬টি মামলায় অবরুদ্ধ করা টাকার পরিমাণ ৩৬২ কোটিও বেশি। আর সম্পদের পরিমাণ ৭৮ কোটি টাকার বেশি।

দুদক ও আদালত সূত্র জানায়, কথিত যুবলীগ নেতা ও ঠিকাদার গোলাম কিবরিয়া শামীমের (জি কে শামীম) সম্পদই সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা তাঁর প্রায় ৩২৪ কোটি টাকা অবরুদ্ধ করা হয়েছে। স্থাবর সম্পদ ক্রোক করা হয়েছে প্রায় ৪১ কোটি টাকার। এরপরই আছে যুবলীগের আরেক নেতা খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার সম্পদ। বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা তাঁর ৩১ কোটি টাকা অবরুদ্ধ করা হয়েছে। স্থাবর সম্পদ ক্রোক করা হয়েছে প্রায় ৩ কোটি টাকার।

আরেক সাবেক যুবলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের সম্পদ বা নগদ টাকার পরিমাণ তেমন নেই বলে দুদক সূত্রে থেকে জানা গেছে।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ‘শুদ্ধি অভিযান’ শুরু হওয়ার পর ওই মাসের শেষ দিকে সংশ্লিষ্টদের অবৈধ সম্পদের খোঁজে মাঠে নামে দুদক। প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে এ পর্যন্ত ১৬টি মামলা করেছে সংস্থাটি। এসব মামলা হয়েছে ঠিকাদার জি কে শামীম, যুবলীগ ঢাকা দক্ষিণের সাবেক সভাপতি ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট, বহিষ্কৃত যুবলীগ নেতা খালেদ মাহমুদ

ভূঁইয়া, আওয়ামী লীগ নেতা এনামুল হক ও তাঁর ভাই রূপন ভূঁইয়া, অনলাইন ক্যাসিনোর হোতা সেলিম প্রধান,

বিসিবি পরিচালক লোকমান হোসেন ভূঁইয়া, কলাবাগান ক্লাবের সভাপতি শফিকুল আলম ফিরোজ, যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক আনিসুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী সুমি রহমান, কাউন্সিলর হাবিবুর রহমান মিজান, তারেকুজ্জামান রাজীব ও এ কে এম মমিনুল হক সাঈদ এবং যুবলীগ নেতা এনামুল হক আরমান ও জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে।

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলার পরপরই তাঁদের বিরুদ্ধে আরও নিবিড় তদন্ত শুরু করে দুদক। তদন্তের শুরুতেই তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ জব্দ ও অবরুদ্ধ করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন দুদক কর্মকর্তারা। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তাঁদের স্থাবর সম্পদ ক্রোক ও ব্যাংকে থাকা টাকা অবরুদ্ধ করার আদেশ দেন।

সূত্র জানিয়েছে, তদন্তে এসব সম্পদের তথ্য পাওয়ার পর আদালতের মাধ্যমে স্থাবর সম্পদ ক্রোক এবং ব্যাংকের অর্থ অবরুদ্ধ করা হয়েছে। তদন্তে আরও সম্পদের তথ্য পাওয়া গেলেও সেগুলোর বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সূত্র জানিয়েছে।

দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেন, মামলার অনুসন্ধান বা তদন্ত পর্যায়ে কর্মকর্তারা প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা নেন। অবৈধ সম্পদের মালিকেরা যাতে অনুসন্ধান বা তদন্ত পর্যায়ে তাঁদের সম্পদ অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে না পারেন, সে জন্য আদালতের মাধ্যমে সেগুলো ক্রোক বা ফ্রিজ করা হয়। তিনি বলেন, ‘অবৈধ সম্পদের মালিকদের ওই সম্পদ ভোগ করতে না দেওয়ার জন্য আমাদের নীতিগত যে সিদ্ধান্ত তার বাস্তবায়নে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।’

অবরুদ্ধ হওয়া সম্পদের মধ্যে জি কে শামীমের সম্পদ সবচেয়ে বেশি শুদ্ধি অভিযান শুরুর পরপরই গত ২০ সেপ্টেম্বর র্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হন জি কে শামীম। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র, মাদক ও অর্থ পাচার আইনে আলাদা মামলা করে র্যাব।
গ্রেপ্তারের সময় শামীমের কার্যালয় থেকে তাঁর মায়ের নামে ১৬৫ কোটি ২৭ লাখ ৬৫ হাজার টাকার এফডিআরের কাগজপত্র জব্দ করে। এ ছাড়া শামীমের কার্যালয়ে অভিযান চলার সময় নগদ ১ কোটি ৮১ লাখ ২৮ হাজার টাকা এবং ৭ লাখ ৪৭ হাজার টাকার সমপরিমাণ মার্কিন ডলারও জব্দ করে র্যাব।

এর এক মাস পর দীর্ঘ অনুসন্ধান শেষে জি কে শামীমের বিরুদ্ধে অবৈধ

আতাউর রহমান সরকার। ২০ নভেম্বর মামলাটি হয়।

মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে তাঁর সম্পদ জব্দের আবেদন করেছে সংস্থাটি। সবশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এটি আদালতের আদেশের অপেক্ষায় আছে। বিভিন্ন ব্যাংকে এখন পর্যন্ত তাঁর ২ কোটি ৯৩ লাখ টাকা জমা থাকার তথ্য পেয়েছে দুদক।

কলাবাগান ক্রীড়া চক্রের সভাপতি শফিকুল আলম ওরফে ফিরোজের ২ কোটি ৬৮ লাখ ২ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদের তথ্য পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। গত ৩০ অক্টোবর মামলাটি করেন সহকারী পরিচালক সাইফুল ইসলাম।

সবশেষ পাওয়া তথ্যমতে, শফিকুল আলমের নামে ব্যাংকে ৪ লাখ ২০ হাজার টাকা জমা আছে। ওই টাকা অবরুদ্ধ করতে আদালতে আবেদন করেছে দুদক।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আজ

আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ১৯৭১ সালের এ দিনে দখলদার পাকহানাদার বাহিনী ও তার দোসর রাজাকার আল-বদর, আল-শামস মিলিতভাবে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে।

বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ঠিক দুই দিন পর ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বাধীন বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং বিজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

বিনয় এবং শ্রদ্ধায় কাল জাতি শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করবে। একই সাথে এবারও জাতির প্রত্যাশা, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের যারা হত্যা করেছে তাদের মধ্যে যারা বিচার প্রক্রিয়ার বাইরে আছে অথবা পলাতক আছে তাদের বিচারের রায় কার্যকর করে দেশকে কলংকমুক্ত করা হবে।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ নানা পেশাজীবী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সকালে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী

চৌধুরী মইনুউদ্দীন ও আশরাফুজ্জামানের দন্ড কার্যকর করা যায়নি। বিদেশ থেকে তাদের ফেরত এনে বিচার কার্যকর করতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলের কাছে আমরা দাবি জানাই। তা না হলে বিজয়ের অর্জন পূর্ণাঙ্গ হবে না।’

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের এ দেশীয় দোসর আল-বদরের সাহায্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, সংস্কৃতি কর্মীসহ বিভিন্ন পেশার বরেণ্য ব্যক্তিদের অপহরণ করা হয়। পরে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়ে রায়েরবাজার ও মিরপুরে তাদের হত্যা করা হয়। এ দু’টি স্থান এখন বধ্যভূমি হিসেবে সংরক্ষিত।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ লগ্নে ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে আল-বদর বাহিনী আরও অনেক বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে স্থাপিত আল-বদর ঘাঁটিতে নির্যাতনের পর রায়েরবাজার বধ্যভূমি ও মিরপুর কবরস্থানে নিয়ে হত্যা করে।

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রয়েছেনÑ অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, ডা. আলিম চৌধুরী, অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান, ড. ফজলে রাব্বী, সিরাজ উদ্দিন হোসেন, শহীদুল্লাহ কায়সার, অধ্যাপক জিসি দেব, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সাংবাদিক খন্দকার আবু তাহের, নিজামউদ্দিন আহমেদ, এসএ মান্নান (লাডু ভাই), এ এন এম গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ নাজমুল হক, সেলিনা পারভিনসহ আরো অনেকে।

রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে, একাত্তরে ত্রিশ লাখ শহীদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে হত্যার ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তারা শহীদ হন এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে। হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী তাদের পরাজয় আসন্ন জেনে বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে বুদ্ধিজীবী নিধনের এই পরিকল্পনা করে।

তারা স্পষ্ট দেখে- চরম বিপর্যয় আসন্ন, পরাজয় একেবারেই সন্নিকটে-তখনই তারা সেই পরিকল্পনা কার্যকর করে। তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের চোখ বেঁধে নিয়ে হত্যা করে। তারা স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে এভাবেই অন্ধকার করার পাঁয়তারা করেছিল।

কর্মসূচি: সকালে রাজধানীর মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে সরকারিভাবে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হবে। এর পরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও

সর্বস্তরের মানুষ স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন।

দিবসটি উপলক্ষে আওয়ামী লীগ বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন আওয়ামী লীগ প্রতিবারের মত এবারও দেশবাসীর সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্য সহকারে এই শোকাবহ দিনটিকে স্মরণ ও পালন করবে।

এ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ভোরে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু ভবন ও দেশব্যাপী সংগঠনের কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ। সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন এবং ৭টা ৪৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন। এছাড়াও সকাল সাড়ে ৮টায় রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির মধ্য রয়েছে আগামীকাল সকালে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান-প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, সকাল সাড়ে ৬টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত এবং সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণস্থ কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণস্থ স্মৃতিসৌধ ও বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধে পু®পস্তবক অর্পণ, মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পু®পস্তবক অর্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা, বেলা ১১টায় উপাচার্যের সভাপতিত্বে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আলোচনা সভা। বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও উপাসনালয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হবে।

এছাড়াও জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদ, জাতীয় পার্টি, জাসদ, কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, সেক্টর কমান্ডারস্ ফোরাম-মুক্তিযুদ্ধ’৭১, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, উদীচী, খেলাঘরসহ বিভিন্ন সংগঠন পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

- নিজস্ব প্রতিবেদক

ই-পাসপোর্টের উদ্বোধন ১৭ ডিসেম্বর

আগামী ১৭ ডিসেম্বের এই পাসপোর্ট সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রথমেই রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পিকারের হাতে ই-পাসপোর্ট দেওয়া হবে।
এরপর তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ই-পাসপোর্ট চালুর জন্য জার্মানির ভেরিডোস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয়। তাদের কারিগরি সহযোগিতায় এটি চালু হচ্ছে। দুই ক্যাটাগরির ই-পাসপোর্টে চার ধরনের ফি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদি জরুরি ও অতি জরুরি ই-পাসপোর্ট থাকছে।
যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, কানাডাসহ ১১৮টি দেশে ই-পাসপোর্ট চালু আছে। ১১৯ নম্বর দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্টের যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ২নং টার্মিনাল ইমিগ্রেশনে সাতটি ই-গেট স্থাপন করা হয়েছে। এই ই-গেট দিয়ে দ্রুততম সময়ে ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করে যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবেন। এনআইডি ও পাসপোর্ট অধিদফতরের সার্ভারের সঙ্গে ই-গেট সংযুক্ত থাকবে। সঠিক পাসপোর্টধারী ব্যক্তি ছাড়া এই গেট দিয়ে পার পাওয়া অসম্ভব।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাংবাদিকদের জানান, অনেক দিনের প্রত্যাশিত ই-পাসপোর্ট সেবা পেতে যাচ্ছেন নাগরিকরা। এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ই-পাসপোর্ট উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১৭ ডিসেম্বর। এদিন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পিকারের হাতে ই-পাসপোর্ট তুলে দেওয়া হবে।
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদফতর সূত্র জানিয়েছে, ই-পাসপোর্ট একটি বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট, যাতে একটি ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোপ্রসেসর

হবে।

- নিজস্ব প্রতিবেদক

নচিকেতা গাইবেন মাসুদ অরুণের লেখা বিএনপির রণ সংগীত!

ভারতের জনপ্রিয় বাংলা ভাষার সংগীতশিল্পী নচিকেতা বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণের লেখা রণসংগীত গাইবেন । মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ নিজেই সোমবার এ তথ্য জানান।

মাসুদ অরুণ বলেন, জাতীয়তাবাদী দল আগামী দিনের আন্দোলন সফল করতে রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে সাংস্কৃতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নিয়েছে। চলতি বছরের ডিসেম্বরই রাজধানীতে রণসংগীতের ক্যাসেটের মোড়ক উন্মোচন করা হবে বলেও তিনি জানান।

অরুণ জানান, রণসংগীতের শুরুটা হবে এভাবে, জাগো বাহে, জাগো বাহে, বাতাসে বারুদের গন্ধ, মিছিলের ডাক শুনতে কি পাও। শিগগিরই গানটি নচিকেতার কণ্ঠে রেকর্ড করা হবে। এখন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে।

অরুণ বলেন, যে রণসংগীত তৈরি করা হচ্ছে তা শুধু এখনই নয়। ভবিষ্যতে দেশে দেশে এ রণসংগীত মানুষকে উজ্জীবিত করবে। যেভাবে জিয়াউর রহমান দেশের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। -নিজস্ব প্রতিনিধি

ঢাকায় ৮ তলার ওপর ভবন অনুমোদন না দেয়ার পরিকল্পনা

রাজধানী ঢাকাকে আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। সেই লক্ষ্যে ঢাকাকে বাসযোগ্য এবং আরও উন্নত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে প্রক্রিয়াধীন আছে ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা বা ডিটেইল এরিয়া প্ল্যানে (ড্যাপ)।

রাজউকের উদ্যোগে প্রণীত ড্যাপে থাকছে ভূমি পুনর্বিন্যাস, উন্নয়নস্বত্ব প্রতিস্থাপন পন্থা, ভূমি পুনঃউন্নয়ন, ট্রানজিটভিত্তিক উন্নয়ন, উন্নতিসাধন ফি, স্কুল জোনিং ও ডেনসিটি জোনিং।

সংশোধিত ড্যাপে নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে রাজউকের আওতাধীন এলাকার বিদ্যমান চেহারা বদলে যাবে। পুরান ঢাকাসহ রাজধানীর অনেক ঘিঞ্জি ও অপরিকল্পিত এলাকা নতুন করে সাজানো হবে এর মধ্যমে।

সেই সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় এবং ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জন্য সর্বোচ্চ ৮ তলা উচ্চতার ভবন নির্মাণের বিধান রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। খসড়া ড্যাপের বিভিন্ন জোনে আটতলা পর্যন্ত ভবন অনুমোদনের বিধান রাখা হলেও বিশেষ শর্তসাপেক্ষে আরও দুইতলা বেশি করা যাবে।

এর চেয়ে বেশি উচ্চতার আবাসিক ভবন নির্মাণের অনুমোদন দেবে না রাজউক। পাশাপাশি গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং সাভার পৌরসভার জন্য ৬ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণের সুযোগ থাকবে।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২০১৬ থেকে ২০৩৫ সালের জন্য প্রণীত ঢাকা মহানগর বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় (খসড়া) বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ঢাকাকে মোট ১১ ধরনের ভূমি ব্যবহার জোনে বিভক্ত করা হয়েছে।

সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের বোঝার উপযোগী করে মাতৃভাষা বাংলায় প্রণয়ন হবে সংশোধিত ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান বা বিশদ নগর অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ)।

রাজউকের এক হাজার ৫২৮ বর্গকিলোমিটার এলাকার জন্য ২০ বছর মেয়াদের এ পরিকল্পনা ২০৩৫ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, ভূমি পুনঃউন্নয়নের মাধ্যমে পুরান ঢাকার ঘিঞ্জি জনপদকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে এর মাধ্যমে। সিঙ্গাপুর, জাপান, কোরিয়াসহ পৃথিবীর অনেক দেশ এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে পুরান শহর গুলোকে আধুনিক শহরে রূপ দিয়েছে।

পাঁচ বছর মেয়াদে ড্যাপ মাস্টার প্ল্যান প্রথম প্রণয়ন হয়েছিল ২০১০ সালে। ২০১৫ সালে প্রথম ড্যাপের মেয়াদকাল শেষ হয়। বর্তমানে ওই ড্যাপের সময় বৃদ্ধি করে নগরীর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে রাজউক।

এ বিষয়ে ড্যাপ প্রকল্প পরিচালক আশরাফুল ইসলাম বলেন, পুনঃউন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে শহর উন্নয়ন করা হয়েছে।

এ জন্য আমরা ভূমি মালিকদের বোঝানোর চেষ্টা করছি কিন্তু কেউ যদি আমাদের প্রকল্পের আওতায় না আসে তাকে নির্ধারিত উচ্চতার বেশি ভবন বানানোর অনুমোদন দেয়া হবে না।

নির্দিষ্ট করা ভবনের উচ্চতার বাইরে কেউ ভবন নির্মাণ করলে তা হবে অবৈধ। এর ব্যত্যয় ঘটলে সেটা হবে নিয়মবহির্ভূত ভবন।

কোন এলাকায় কততলা ভবন নির্মাণ করা যাবে? এ বিষয়ে ড্যাপ সূত্রে জানা গেছে, সর্বোচ্চ আটতলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ করা যাবে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পাঁচটি এলাকায়।

এছাড়া সাততলা ভবন, ছয়তলা ভবনের অনুমতি দেয়া হবে কিছু কিছু এলাকায়। তবে সিটি কর্পোরেশনের অধিকাংশ ওয়ার্ডেই চার ও পাঁচতলা হিসেবে অনুমোদন দেয়া হবে।

খসড়া ড্যাপের বিভিন্ন জোনে আটতলা পর্যন্ত ভবন অনুমোদনের বিধান রাখা হলেও বিশেষ শর্তে আরও দুইতলা বেশি করা যাবে।

এ বিষয়ে ড্যাপ সূত্রে জানা গেছে, সংশোধিত নতুন ড্যাপে কোনো ভবনমালিক যদি তার ভবনের একটি ফ্লোর স্বল্পআয়ের মানুষদের জন্য বরাদ্দ রাখেন তবে নির্দিষ্ট উচ্চতার চেয়ে আরও দুইতলা বেশি নির্মাণের অনুমতি দেবে রাজউক।

এছাড়া ড্যাপের প্রস্তাবিত মানদ- অনুযায়ী কোনো এলাকায় বাড়তি স্কুল থাকলে সেখানে নির্ধারিত উচ্চতার চেয়ে একতলা বেশি অনুমোদন দেয়া হবে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

ডিসেম্বরেই চালু ই-পাসপোর্ট

চলতি ডিসেম্বরেই শুরু হতে যাচ্ছে ই-পাসপোর্টের (ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট) কার্যক্রম। এরই মধ্যে তিন ধরনের ফির বিধান রেখে ই-পাসপোর্টের ফি নির্ধারণ করেছে সরকার। ই-পাসপোর্টের আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সত্যায়ন করতে হবে না। এমনকি ছবি সংযোজন ও তা সত্যায়ন করারও দরকার হবে না। তবে পাসপোর্ট পেতে থাকতে হবে জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি।

ই-পাসপোর্টের পৃষ্ঠাসংখ্যা, মেয়াদকাল, বিতরণের ধরন অনুসারে ভ্যাট ছাড়া সর্বনিম্ন ফি তিন হাজার ৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ফি ১২ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে পাসপোর্টের জরুরি ফি ভ্যাটসহ তিন হাজার ৪৫০ টাকা এবং অতি জরুরি ফি ভ্যাটসহ ছয় হাজার ৯০০ টাকা।

ই-পাসপোর্ট চালুর সব কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে। সময় নির্ধারণ করে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি নিয়েই তারিখ নির্ধারণ করা হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ই-পাসপোর্ট চালু হওয়ার কথা ছিল গত জুলাই মাসে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেটি চালু করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যেই বর্তমানে প্রচলিত মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের (এমআরপি) বই সংকট দেখা দেয়। ফলে সারা দেশে জরুরি পাসপোর্ট পেতেও বিলম্ব হয়। পরবর্তী সময়ে সরকার জরুরি ভিত্তিতে বিদেশ থেকে পাসপোর্ট বই সংগ্রহ করেছে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগন অনুবিভাগ) মোহাম্মদ আজহারুল হক কালের কণ্ঠকে জানিয়েছেন। সেগুলো দিয়ে এখনো এমআরপির কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, ডিসেম্বর মাসে ই-পাসপোর্ট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের তারিখ যেদিন পাওয়া যাবে সেদিনই উদ্বোধন করা হবে। আরেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ই-পাসপোর্ট ও এমআরপি দুটিই চালু থাকবে। নাগরিকরা যে ধরনের পাসপোর্টের জন্য আবেদন করবে, তাদের সেই পাসপোর্টই সরবরাহ করা হবে।

ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে চার হাজার ৫৬৯ কোটি টাকা। এ পাসপোর্ট চালুর জন্য জার্মানির সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে অনেক আগেই। তাদের কারিগরি সহযোগিতায় ই-পাসপোর্ট চালু হতে যাচ্ছে।

ই-পাসপোর্টের মেয়াদ হবে পাঁচ ও ১০ বছর। পাসপোর্টের পৃষ্ঠাসংখ্যাও হবে দুই ধরনের, ৪৮ ও ৬৪ পৃষ্ঠা। নতুন আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বিতরণের পদ্ধতি তিন ধরনের—সাধারণ, জরুরি ও অতি জরুরি। দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ আবেদনের ক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিলে এবং অন্যান্য তথ্য সঠিক থাকলে পাসপোর্ট পাওয়া যাবে ২১ কর্মদিবসের মধ্যে। জরুরিভাবে পাসপোর্ট আবেদনের ক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিলে এবং অন্যান্য তথ্য ঠিক থাকলে সাত কর্মদিবসের মধ্যে পাসপোর্ট দেওয়া হবে। অতি জরুরি পাসপোর্ট ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিনের মধ্যে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে পাসপোর্টের আবেদনকারীকে নিজ উদ্যোগে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ সংগ্রহ করে আবশ্যিকভাবে আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে। তবে পুরনো অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট নবায়নের ক্ষেত্রে অতীব জরুরি পাসপোর্ট দুই দিনে, জরুরি পাসপোর্ট তিন দিনে এবং সাধারণ পাসপোর্ট সাত দিনের মধ্যে দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে আবেদনকারীদের জন্য ৪৮ পৃষ্ঠার পাঁচ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি তিন হাজার ৫০০ টাকা, জরুরি ফি পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা ও অতীব জরুরি ফি সাত হাজার ৫০০ টাকা এবং ১০ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি পাঁচ হাজার টাকা, জরুরি ফি সাত হাজার টাকা ও অতীব জরুরি ফি ৯ হাজার টাকা। এ ছাড়া ৬৪ পৃষ্ঠার পাঁচ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা, জরুরি ফি সাত হাজার ৫০০ টাকা ও অতীব জরুরি ফি ১০ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১০ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি সাত হাজার টাকা, জরুরি ফি ৯ হাজার টাকা ও অতীব জরুরি ফি ১২ হাজার টাকা।

ই-পাসপোর্ট করতে যা লাগবে: ই-পাসপোর্টের আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বা জন্ম নিবন্ধন সনদ (বিআরসি) অনুযায়ী। অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কম) আবেদনকারী, যার জাতীয়

পরিচয়পত্র (এনআইডি) নেই, তার মা-বাবার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
সুত্র-কালের কণ্ঠ

ঝিনাইদহ হরিণাকুন্ডু উপজেলার ফলসী মিলন বাজারে অনুষ্ঠিত হল নবান্ন উৎসব

‘এসো মিলি সবে নবান্নের উৎসবে’ বর্নাঢ্য এই স্লোগানে নানা আয়োজনে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসব। হেমেন্তের নতুন ফসলের গন্ধে মতোয়ারা সবাই। এর মধ্যে ওঠে পিঠা উৎসব।

এ সময় পিঠার হরেক রকমের রুপ নেই। কৃষকের মুখে ফোটে হাসি। যেন মনে হয় ক্লান্ত চাষী এখন বিশ্রাম নিতে চলেছে। গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা, আবহমান গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্য খেজুর রস সংগ্রহের জন্য গাছীদের গাছ কাটা, যান্ত্রিকতার যুগে হারিয়ে যাওয়া ঢেকিতে মহিলাদের ধান ভানা, কৃষকের আমন ধান ঘরে তোলার নানান আয়োজন আর গ্রামীণ গৃহিনীদের নানান রকম পিঠা পুলির আয়োজনে পালিত হয় এ নবান্ন উৎসব।

হাজারও নারী পুরুষের প্রাণচ্ছল উপস্থিতি উপজেলা প্রশাসনের এ আয়োজনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।
ঝিনাইদহের বিভিন্ন শিল্পীদের অংশ গ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উৎসবটিকে আরো প্রাণোবন্ত করে তোলে। আশে পাশের কয়েকটি গ্রামের হাজারও মানুষ বাঙালীর প্রাণের এ উৎসবে অংশ গ্রহণ করে। পারফলসী গ্রামের ষাটার্দ্ধ আবু তাহের ও আব্দুস সামাদ বলেন বহু বছর পর এ উৎসব দেখে গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া নানান গ্রামীণ উৎসবের কথা মনে পড়ছে।

উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এ নবান্ন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃষকের সাথে বাঙালীনায় প্রাণের এ উৎসব উপভোগ করেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ।

এ সময় সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম, জেলা প্রশাসকের সহধর্মিণী শ্যামলী কুমার নাথ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক আরিফ-উজ-জামান, জেলা পরিষদ সচিব রেজা-ই-রাফিন সরকার, সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি রওশন আলী, ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম শিলু, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রেশমা আক্তার, ইউপি চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান, গোলাম মোস্তফা, মুনজুরুল আলম, কৃষি কর্মকর্তা আরশেদ আলী চৌধুরী সহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দা নাফিস সুলতানা।

- হরিণাকুন্ড প্রতিনিধি

৬ রানে অলআউট মালদ্বীপ, বাংলাদেশের রেকর্ড জয়

দক্ষিণ এশিয়ান গেমস (এসএ) দিয়েই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অভিযান শুরু করেছে মালদ্বীপের মেয়েরা। অন্যদিকে বাংলাদেশের মেয়েরা নিয়মিত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলা দল। দুই দলের শক্তির পার্থক্যটা তাই দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।

পোখারায় আজ তা আরও প্রকটভাবেই বুঝল মালদ্বীপের মেয়েরা। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের কাছে ২৪৯ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে মালদ্বীপ।

বাংলাদেশের ছুঁড়ে দেয়া ২৫৬ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে খেলেছে ১২ ওভার। রান করেছে কেবল ৬। তাতেই অলআউট হয়ে গেছে দ্বীপ দেশটির মেয়েরা।

বাংলাদেশের বোলার রিতু মনি প্রথম ওভারেই ৩ উইকেট নেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলে উইকেট পেলেও হ্যাটট্রিকের মুখ দেখেননি তিনি।

এরপর নিজের দ্বিতীয় ওভারেও আরও ২টি উইকেটের দেখা পান রিতু। পরের ওভারে অধিনায়ক সালমা খাতুন নেন আরও ২ উইকেট। ৩ রান তুলতেই মালদ্বীপ ততক্ষণে ৬ উইকেট হারিয়েছে। আর ৩ রান তুলতেই বাকি ৪ উইকেট হারায় দলটি।

টস জিতে ব্যাট করতে নেমে জোড়া সেঞ্চুরি উপহার দেন বাংলাদেশের নিগার সুলতানা এবং ফারজানা হক। ১৯ রানের মধ্যে দুই ওপেনার বিদায় নেয়ার পর জুটি বাধেন নিগার এবং ফারজানা।

মালদ্বীপের বোলারদের এরপর তুলোধুনো করতে থাকেন নিগার-ফারজানা। দু’জনের ব্যাট থেকে আসে ২৩৬ রানের বিশাল জুটি। ৬৫ বলে ১১৩ রানে নিগার সুলতানা এবং ৫৩ বলে ১১০ রানে অপরাজিত থাকেন ফারজানা হক। নিগার সুলতানা ১৪টি বাউন্ডারির সঙ্গে ছক্কা মারেন ৩টি। ফারজানা হক বাউন্ডারি মারেন ২০টি।

উল্লেখ্য, এর আগে নেপালের কাছে ১৬ রানে, শ্রীলঙ্কার কাছে ৩০ রানে অলআউট হয় মালদ্বীপ।

- নিজস্ব প্রতিনিধি